পিকেএসএফ ও ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

মো. আবদুল করিম

চৌকস সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আমার সরকারি চাকরিতে প্রশিক্ষণদাতা ও শিক্ষক। ১৯৭৯ সালে তিনি বিসিএস ক্যাডারে শিক্ষানবিশ অফিসারদের অর্থনীতি পড়াতেন তৎকালীন সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে (সিওটিএ)। এ মহান ব্যক্তিত্বের সাহচর্য আমাকে আলোকিত করেছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন, এমন প্রথিতযশা ব্যক্তিদের অন্যতম ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন পিকেএসএফের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৪২ সালে হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিক্যাল ইকোনমিকস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিসের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৬৬ সালে তার কর্মজীবন শুরু হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে ড. ফরাসউদ্দিন বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে তার চাকরিজীবন আবার শুরু করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৫ সাল অবধি জাতিসংঘের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউএনডিপির একজন কর্মকর্তা হিসেবে ইরান, ফিলিপাইন ও মালদ্বীপে বিভিন্ন জন-উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে ড. ফরাসউদ্দিন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সভাপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। পিকেএসএফের ক্রান্তিকালীন তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পিকেএসএফ প্রাতিষ্ঠানিক টেকসহিতা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদে দেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবক ও উন্নয়ন পথিকৃৎ ব্যক্তিদের সমন্বয় ঘটিয়ে এর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সামগ্রিক রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত করেছিলেন, অন্যদিকে সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর সেতুবন্ধ রচনা করে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ড. ফরাসউদ্দিন পিকেএসএফের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও দেশের দরিদ্র মানুষের কাছে ক্ষুদ্রঋণ সহজলভ্যকরণে দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে পিকেএসএফ ৪২টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে নতুন 'সহযোগী সংস্থা' হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। ফলে জুন ১৯৯৮-এ প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ১৬৮তে উন্নীত হয়। ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে পিকেএসএফের সহযোগী সংস্থাগুলোর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৪ দশমিক ৪২ লাখ থেকে ১২ দশমিক ১০ লাখে এবং সহযোগী সংস্থায় পিকেএসএফের বার্ষিক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৪ দশমিক ২০ কোটি টাকা হতে ১৭৮ দশমিক ৬১ টাকায় উন্নীত হয়। এ সময়ে পিকেএসএফের আর্থিক টেকসহিতা অর্জনের গতি ত্বরান্বিত হয়।

সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ড. ফরাসউদ্দিন দারিদ্র্য বিমোচনে তার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, বৈদেশিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে পারদর্শিতা ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে পিকেএসএফের কার্যক্রম পরিচালনায় সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি দাফতরিক কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, নিজস্ব পরিভাষা প্রচলনসহ বাস্তবতার নিরিখে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সূচিত হয়। একই সময়ে পিকেএসএফের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কার্যক্রমও উল্লেখযোগ্য হারে সম্প্রসারিত হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের মানসম্পন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে পিকেএসএফের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় দেশীয় ভাবধারার সঙ্গে বিদেশী অভিজ্ঞতার সম্মিলন সম্ভব হয়েছে। এ সময় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিকাঠামো ও বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়। তিনি ক্ষুদ্রঋণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ড. ফরাসউদ্দিন পিকেএসএফের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততার বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। একই সময়ে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে পিকেএসএফের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য নীতিকৌশল গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, যা পরবর্তীতে পিকেএসএফ কর্তৃক অনুসৃত রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে কার্যকরী দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

১৯৯৬ সালে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাপুষ্ট 'Poverty Alleviation Micro Finance Project (PAMFP)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ সময়ে তার ও পর্ষদের তৎকালীন সদস্যদের নির্দেশনায় বৃহত্তর প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে এডিবির সহায়তায় সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে 'Participatory Livestock Development Project (PLDP)' এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে 'Integrated Food Assisted Development Project (IFADP)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৮ সালে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে প্রথমবারের মতো পিকেএসএফের অর্থায়নে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' গঠন করা হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৭ সালে 'Funding the Ultra-Poor Program of BRAC' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ওই উদ্যোগগুলো বর্তমানে পিকেএসএফের মূলস্রোতভুক্ত কার্যক্রম হিসেবে চলমান রয়েছে। এছাড়া তার মেয়াদকালে পিকেএসএফ 'বঙ্গবন্ধু (যমুনা) বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক সেতু নির্মাণের ফলে উচ্ছেদকৃত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে 'Employment and Income Generation Program (EIGP)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। ১৯৯৭ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মাইক্রো ক্রেডিট সামিটে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ড. ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত পিকেএসএফের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রশংসিত হয়।

১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ড. ফরাসউদ্দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি সরকার প্রবর্তিত সর্বশেষ বেতন কমিশনেরও সভাপতি ছিলেন।

শিক্ষানুরাগী হিসেবে ড. ফরাসউদ্দিনের সুনাম রয়েছে। তিনি স্বনামখ্যাত ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপাচার্য। এছাড়া ২০ বছরের অধিককাল ধরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রায় ৫০ বছরের কর্মজীবনে ড. ফরাসউদ্দিন দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। আশা করা যায়, তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে দেশ ও জাতিকে কল্যাণের পথে আরো এগিয়ে নিতে সহায়তা করবেন। মেধাবী, বন্ধুবৎসল, সদাহাস্য, পরোপকারী ও অকুতোভয় ড. ফরাসউদ্দিনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু সবার কাম্য।

লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ